সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সমাচার দর্পণ

[illegible] সংখ্যা । শনিবার । ১৪ নবেম্বর সন ১৮১৮ । ৭ আগ্রহায়ণ সন ১২২৫ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যাদিতক্ষণাৎ । বৃত্তান্তানিহ আনন্দ সমাচারস্য দর্পণে ॥

সমাচার দর্পণ ।

কোম্পানির কাগজ ।—

১৮ নবেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে । কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

১৪ নবেম্বর		শনিবার	৭	অগ্রহায়ণ
১৫	ঐ	রবিবার	৮	ঐ
১৬	ঐ	সোমবার	৯	ঐ
১৭	ঐ	মঙ্গলবার	১০	ঐ
১৮	ঐ	বুধবার	১১	ঐ
১৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	১২	ঐ
২০	ঐ	শুক্রবার	১৩	ঐ

পশ্চিম দেশের সমাচার ।

পশ্চিম দেশহইতে এইং সমাচার আসিয়াছে যে মহারাষ্ট্রেরা পুনর্ব্বার প্রবল হইবে এমত বুঝা যায় না এবং তাহারদের মধ্যে প্রধান শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিতান্ত বশীভূত হইয়া মহারাষ্ট্র দেশ দিয়া মথুরা গিয়াছেন ইহা দেখিয়া মহারাষ্ট্রেরা নিতান্ত হতাশ হইয়াছে ।

শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এখন মহারাষ্ট্রেরদের মধ্যে প্রধান এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সম্প্রীতিপূর্ব্বক চলিতেছেন । এবং মালোয়া দেশের পশ্চিমে তাহার যেং অধিকার আছে তাহার অধ্যক্ষেরদের নিকটে সিন্ধিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন যে সে অধ্যক্ষেরা শ্রীযুত সর জান মালকম সাহেবের কাছে আপনং তরফ একং জন উকীল রাখে । এবং তাহার দেশের মধ্যে যখন যেখানে বিবাদাদি উপস্থিত হয় তখন তাহা নিবারণ করিতে সিন্ধিয়া ইংগ্লণ্ডীয় অধ্যক্ষেরদের নিকটে আনাইয়া সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেছেন ।

যদবধি মল্হার রাও হোলকারের সহিত আমারদের সন্ধিপত্র হইয়াছে তদবধি তাহার রাজ্য নিরুপদ্রবে আছে ।

শ্রীযুত আপা সাহেব মহাদেব পর্ব্বতে আছেন এবং এমত বুঝা যায় যে আপা সাহেব আপনি ইংগ্লণ্ডীয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন । শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে কহিয়াছেন যে যদি তুমি আমারদের কথানুসারে চল তবে তোমাকে হিন্দুস্থানের মধ্যে পরম সুখে রাখিব । যদি আপা সাহেব শ্রীযুতের কথানুসারে না চলেন তবে কতক দিন বন পর্ব্বতাদি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন কিন্তু শেষে অনেক দুর্গতি পাইবেন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে কদাচ জয়ী হইবেন না ।

মালোয়া দেশের মধ্যে যেং দেশ রজপুতেরদের ছিল সে দেশে আমারদের অধিকার হওয়া অবধি এমত সুস্থির হইয়াছে যে কেহ কহিতে পারে না যে পূর্ব্বে অস্থির ছিল । মালোয়া দেশের পশ্চিমে চারি মাস হইল একটা বন্দুকের শব্দও হয় নাই এবং পূর্ব্বে যাহারা পিণ্ডারিরদের মত লুট ব্যবসায় করিত তাহারা এখন কৃষি ব্যবসায় করিতেছে । এবং নর্ম্মদা নদীর উত্তর পার্শ্বে যাহারা লুট কর্ম্মে কাল ক্ষেপণ করত তাহারা এখন সৎকর্ম্মে কালক্ষেপ করিতেছে ।

প্রতাপ গড়ের নিকটে এক ব্যক্তি আপনাকে মল্হাররাও হোলকার নাম করিয়া কতক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল পরে শ্রীযুত সর জান মালকম সাহেব সে বিষয় অনুসন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিতে সৈন্য পাঠাইয়াছেন এত দিন ধরিয়া থাকিবেন ।

পিণ্ডারিরা সমূল উচ্ছিন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহারদের মধ্যে চিতু নামে এক ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই সে চাটি জন ঘোড়সোয়ার সঙ্গে করিয়া সাতপুরা পর্ব্বতহইতে মহাদেব পর্ব্বতে শ্রীযুত আপা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে ।

শ্রীযুত সর জান মালকম সাহেবের ক্ষমা শুনিতে অনেকং রাজারা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে । নাদরভীল নামে এক জন পূর্ব্বে লুটব্যবসায়ী ছিল সে এক দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল দৈবাৎ সেই দিন ছাউনিহইতে কতক গরু ও ঘোড়া চুরি গেল । তাহাতে ঐ মালকম সাহেব নাদরভীলকে কহিলেন যে তুমি তদারক করিয়া ঐ গরু ও ঘোড়া আনাইয়া দেহ । তাহাতে নাদরভীল তদ্দণ্ডে তদারক করিয়া সেই চোরের মস্তক সমেত সমুদয় গরু ও ঘোড়া আনাইয়া দিল ।

শ্রীযুত জেনেরাল আরনল্ড সাহেব করনালের উত্তর পশ্চিমে চিরজৌলী নামে এক

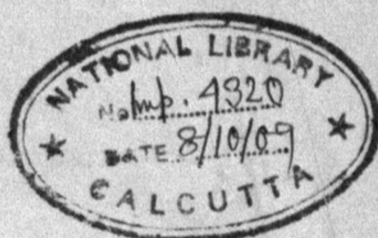
['সমাচার দর্পণ' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড

১৮১৮-১৮৩০



শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, কলিকাতা
১৩৩৯

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশিত—আশ্বিন, ১৩৩৯

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—২৲
শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—২৵০
সাধারণের পক্ষে—২।০

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নির্ঘণ্ট

চিত্র (ত্রিবর্ণ)

Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque, by Fanny Parkes (1850) নামক পুস্তক হইতে এই চিত্র দুইখানি গৃহীত।



শত বর্ষ পূর্ব্বের বাঙালী সরকার



শত বর্ষ পূর্ব্বের বাঙালী মেয়ে

ভূমিকা

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র

সেকালের একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা,—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের এমন অল্প দিকই আছে যাহার সম্বন্ধে সে-যুগের সংবাদপত্র হইতে বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা না যায়। আবার যাঁহাদের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের জীবনচরিত সঙ্কলন করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্র অপরিহার্য্য।

বাংলা দেশের ইতিহাস-রচনার এই উপাদানটিতে বিশেষ মন দিবার সময় আসিয়াছে। বহু পুরাতন সংবাদপত্র ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও অনেক সময়েই সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় অবিলম্বে অবহিত না হইলে, যে-উপাদানগুলি এখনও আছে সেগুলিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল তাহা আর তেমন করিয়া জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবনের চিত্র যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমনই হইয়া দাঁড়াইবে। একে জলবায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশীদিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই; এই দুই কারণে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র বা পুস্তক প্রভৃতি অনেক বড় বড় বাঙালীর বাড়িতেও দেখা যায় না।

এক আমাদের নিজেদের অবহেলা ছাড়া এদেশে ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে রক্ষিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন গবর্মেণ্টও ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের ইংরেজ গবর্মেণ্টও যে সে-চেষ্টা না-করিয়াছেন তাহা নয়। তবে তাঁহারা প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যকলাপের নিদর্শন রাখিবার; তাঁহাদের শাসনাধীনে বাঙালী কি করিল না-করিল, গৌণভাবে ভিন্ন মুখ্যভাবে সে ইতিহাস

লিখিবার কোন উপাদান সংরক্ষণের চেষ্টা ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। সেজন্য সরকারী দলিলপত্রে ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা দেশে ইংরেজের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট বিবরণ আছে, কিন্তু ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি-ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড়-একটা প্রমাণ নাই। সরকারী দপ্তরে এদেশের প্রবহমান জীবনধারার চিহ্ন নাই দেখিয়া ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

> "There are, we are persuaded, cartloads of minutes and trashy reports lumbering the record rooms of Indian Departments, which might very well disappear and make room for that record of public intelligence and stream of criticism, suggestion and discussion, on all the multifarious topics which concern the press, and the men of the then existing generation, from which the social, political and constitutional history of a country can most truthfully, and with the greatest minuteness, be gathered."

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকের ধারণা আছে যে, সংবাদপত্রের বিবরণমাত্রই অকাট্য সত্য। আবার অনেকে বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের অসত্য প্রচারের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে বিপরীত সীমায় পৌছিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে সংবাদপত্রের বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই ধারণার কোনটাই যে ঠিক নয় তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস লিখিবার অন্য উপাদানের মত সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুই-ই আছে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের। ঐতিহাসিক প্রমাণে মিথ্যা বা ভুলভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কিন্তু সে মিথ্যা বা ভুলভ্রান্তি নিপুণ ঐতিহাসিকের হাতে অতি সহজেই ধরা পড়ে। ইতিহাসের দলিলপত্র যাচাই করিয়া লইবার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যে কত সূক্ষ্ম তাহা যিনি জানেন না, তিনিই সাধারণতঃ ইতিহাসের অপ্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সংশয়বাদী হইয়া পড়েন।

সংবাদপত্রে সত্য অসত্য দুই-ই আছে। সে-সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ভার ঐতিহাসিকের উপর। তবে এদিক হইতে অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী। ইহার কারণ—বর্ত্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। এ-যুগে জন-সমষ্টিকে স্বপক্ষে টানিতে না পারিলে শাসনক্ষমতা লাভ করা চলে না। সেজন্য সত্য হউক মিথ্যা হউক যা-কিছু একটা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া লোককে নিজের দলে টানা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা জীবন-মরণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই কাজের ভার পড়িয়াছে, প্রত্যেক দলের সংবাদপত্রের উপর। এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের শুধু মতামতই নয়, সংবাদ-পর্য্যন্ত অনেক সময়ে

অতিশয় বিকৃত। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে লর্ড রদারমিয়ারের, ও আমেরিকায় মিঃ হার্ষ্ট-এর পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ দলীয় কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল, জনমত-গঠনও সংবাদপত্রের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেজন্য বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সেই পূর্ব্বতন যুগের কাগজগুলি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য তাহাতেও যে সত্যের বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি না থাকিত তাহা নয়, তবে এক পক্ষের কথা ভিন্ন অন্য পক্ষের কথা না-বলা এ-যুগের সংবাদপত্রের যেমন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে-যুগে সাধারণতঃ তেমন ছিল না। এই কারণে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্। একথাটা বলিলে বোধ করি মোটেই অন্যায্য হইবে না যে ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র অকাট্য প্রমাণ।

ইংরেজ-যুগের প্রারম্ভ হইতেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সনে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। কাগজখানি বেশী দিন টিকে নাই, এবং ইহার কোন সংখ্যাও এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেখিবার সুবিধা হয় নাই; সুতরাং প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের তারিখ ভিন্ন এই পত্রিকাটির সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা নাই। কিন্তু উহার পরই বাংলা ভাষায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানা আছে। এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ'। এতদিন পর্য্যন্ত উহাকে আমাদের দেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া ধরা হইত; এই দাবি এখন আর না টিকিলেও 'সমাচার দর্পণ' যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশী ও বিলাতি সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রের সারসঙ্কলন, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা, প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে উহা পূর্ণ থাকিত এবং মিশনরী-চালিত হইলেও উহাতে পরধর্ম্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই না বলিলে অন্যায় হয় না।

'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশের তারিখ—২৩এ মে ১৮১৮, 'বাঙ্গাল গেজেট'-এর দুই বৎসর পরে। এই সংবাদপত্রের ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত—এই বাইশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যা সৌভাগ্যক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে। বর্ত্তমান খণ্ডটি ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত যতগুলি 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সঙ্কলিত।

'সমাচার দর্পণ' ছাড়া আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র ১৮৪০ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে এই কয়খানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

সম্বাদ কৌমুদী	...	৪ ডিসেম্বর,	১৮২১
✓ সমাচার চন্দ্রিকা	...	৫ মার্চ্চ,	১৮২২
✓ বঙ্গদূত	...	১০ মে,	১৮২৯
সংবাদ প্রভাকর	...	২৮ জানুয়ারি,	১৮৩১
জ্ঞানান্বেষণ	...	১৮ জুন,	১৮৩১
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	১০ জুন,	১৮৩৫
সম্বাদ ভাস্কর	...	মার্চ্চ,	১৮৩৯

এই কাগজগুলির সব কয়খানিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র আজকাল এমনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও একমাত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'বঙ্গদূত' পত্রের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা ছাড়া ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেকার আর কিছুই আমার দেখিবার সুবিধা হয় নাই। এই কালের যে সংখ্যাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জ্ঞাতব্য কথা পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যাহা কিছু দেওয়া হইল, সমস্তই 'সমাচার দর্পণ' হইতে। তবে 'সমাচার দর্পণে' সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা হইতে বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ ও তথ্য সঙ্কলিত এবং উদ্ধৃত হইত; এই সকল উদ্ধৃত অংশও কিছু কিছু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট অক্ষরে আমার নিজের মন্তব্য দিয়াছি। উদ্ধৃত অংশে বানান ও ছেদের অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। বলা বাহুল্য এই সকল বিষয়ে সর্ব্বত্র মূলকে অনুসরণ করা হইয়াছে। আমাদের ভাষার রীতি যে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে, ঐ সকল বিশেষত্ব দেখিলে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ইতিহাস

প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮—৪১

১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা 'দিগ্দর্শন। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই প্রথম বাংলা মাসিক পত্র। ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ'। এটি বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়:—

'সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক* প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে [সকলের] সম্মতি হইল না এই [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা [হইত] তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপা আরম্ভ করা গিয়াছে। [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—[এই] সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপা যাইবে…।"

মার্শম্যান সম্পাদক হইলেও পত্রিকা-সম্পাদনের ভার প্রধানতঃ এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ছিল। এমন কি পণ্ডিতরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও বন্ধ থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। ১৮৩৩ সনের ২৬এ অক্টোবর তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান যে "আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবারপর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয়-বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। এই কাজ ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮২৪ সনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কাব্য পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৩৬, ২রা জুলাই তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"…ঐ কবিবর [জয়গোপাল তর্কালঙ্কার] পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখের কাগজে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

"…পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি…ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।…গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।"

---

* এই মাসিক পুস্তক কি 'দিগ্দর্শন'? কিন্তু লেখার ভঙ্গী হইতে তাহা মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের মাত্র এক মাস পূর্ব্বে ইহার জন্ম, এবং 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত ইহা জীবিত ছিল।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য 'সমাচার দর্পণে'র সৃষ্টি, কিন্তু যাহারা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুর মিশন "পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে" সঙ্কল্প করিলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম হইল—'আখবারে শ্রীরামপুর'; ১৮২৬ সনের ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কাগজখানি কয়েক মাস চলিয়াছিল।

১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮২৯ সনের ১১ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় দেখিতেছি,—

"পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন।—সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্ত্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।...বাঙ্গলা তর্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।"

এ-পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন হইতে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল—১৮৩২, ১১ই জানুয়ারি, বুধবার। কিন্তু এই অতিরিক্ত সংস্করণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায়, ১৮৩৪ সনের ৮ই নভেম্বর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল।

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ও 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের উপর অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র—'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্'-এর সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ১৮৪১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৮৪২

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে প্রকাশ, 'সমাচার দর্পণ' প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আনুকূল্যে উহা কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও

বাংলা—উভয় ভাষায় ১৮৪২ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪২, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি :—

"NATIVE NEWSPAPERS.—We are happy to perceive that the *Sumachar Durpun*, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence; and they will, we hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking....Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengalee :..."

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন—কলিকাতার অপর একজন বাঙালী সম্পাদক। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় আছে,—

"THE SUMACHAR DURPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died." (May 15, 1851, p. 309).

কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদকটি কে? কেহ কেহ বলেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' বাহির করিয়াছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ১২৪৭ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮) কিছুদিন পরে এই ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র "হেড" ক্রয় করিলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

"বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দ্রিকায় চঞ্চুপ্রহার পূর্ব্বক সুধাপান করিবেন।" ('সংবাদ প্রভাকর'—১৭ এপ্রিল ১৮৫২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ অল্পদিনই চলিয়াছিল।

তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১—৫২

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫১ সনের ৩রা মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল। ইহার মুখপত্র হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"সমাচার দর্পণের নমস্কার।—পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগের

বহুকালীন বৃদ্ধবন্ধুস্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৩১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা।…

দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কখন২ পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরী কৃত হইবেক।…দর্পণ, ২১ বৈশাখ।" ('সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'—৫ই মে ১৮৫১)

নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে পাইতেছি :—

"অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।…সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।"

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইল।—

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার :—২৩ মে ১৮১৮ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ (৩২ আষাঢ় ১২২৮)। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য তাঁহার 'সমাচার দর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪) উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু 'সমাচার দর্পণে'র ইতিহাস সম্পর্কে অনেক খবর ঠিক-মত দিতে পারেন নাই।

(২) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি :—১৮২৪ সন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে তৃতীয় পর্য্যায়ের—১৮৫১-৫২ সনের 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার সন্ধান মিলিতেছে না।

(৩) কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ সন (অসম্পূর্ণ)।

(৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১৪ এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮) হইতে ১১ এপ্রিল ১৮৪০ (৩০ চৈত্র ১২৪৬)। এই সকল ফাইল হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া আমি 'ভারতবর্ষ' (চৈত্র ১৩৩৭ – আশ্বিন ১৩৩৮) ও 'পঞ্চপুষ্পে' (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়াছি

প্রথম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস

এই পুস্তকে উদ্ধৃত সংবাদপত্রের বিবরণগুলিতে যে-যুগের পরিচয় পাওয়া যাইবে সেটি বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের পক্ষে একটি স্মরণীয় যুগ। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক-কালব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে তখন বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনে বাঙালী ইহার বহু পূর্ব্বেই ইংরেজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব্বে আমাদের সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরিই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বাঙালী-জীবনে যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহার শেষ আজিও হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে' এই যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

বাঙালীর সমাজে এবং চিন্তাধারায় এই নূতন প্রভাবের সূচনা কবে হইল, তাহার কোন একটি বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ করা উচিত নয়, কারণ সে-সূচনা কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবু দুই-তিনটি ঘটনাকে উহার নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। উহার একটি রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমন ও ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন (১৮১৫), দ্বিতীয়টি বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮১৬), এবং তৃতীয়টি হিন্দু-কলেজ স্থাপন (১৮১৭)। এই তিনটি ঘটনার দুই-এক বৎসরের মধ্যে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ এবং উহার সমাদরও এই নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তনেরই একটি লক্ষণ। 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজ মিশনরী পরিচালিত কাগজ, সেজন্য উহাতে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'সমাচার দর্পণ' একান্তই একদেশদর্শী ছিল না, ইহাতে পুরাতন-পন্থীদের পত্র, আপত্তি, পুরাতন-পন্থীদের সংবাদপত্রাদি হইতে বিবিধ সংবাদের সঙ্কলন প্রভৃতিও প্রকাশিত হইত। সেজন্য সে যুগের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছিল, 'সমাচার দর্পণ' হইতে তাহার ইতিহাস সঙ্কলন অতি সহজ। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই কাহিনী লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই,—মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র; এমন কি এই মালমশলাকেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় নাই, মোটামুটি-ভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম—এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে; যে-কথা এই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহা 'বিবিধ' নাম দিয়া শেষে দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কয়েকটি ভাগ হইতেই সেকালের বাঙালী-জীবনের প্রায় সকল দিক সম্বন্ধেই এবং সেকালের বাঙালীর প্রায় সকল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এখানে এই সঙ্কলনে কি পাওয়া যাইবে শুধু তাহার একটু আভাস দিয়া আমার ভূমিকা শেষ করিব।

এই পুস্তকের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিষয়ক। পাশ্চাত্য ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ প্রভৃতি দ্বারা লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বড় কাজ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এ-দেশের প্রথাগত জীবনে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলে ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়, নূতন বাংলা সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় হয়, হিন্দু-কলেজ, কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ও স্কুল-বুক-সোসাইটি উহাদের মধ্যে প্রধান। এই সঙ্কলনে এই তিনটির সম্বন্ধেই অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইবে। এই যুগেই আবার স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলনও আরম্ভ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা ছিল, ৭-১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংবাদগুলিতে তাহার বিবরণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস শুধু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁহারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন,

তাঁহারা যাহাতে পরজীবনেও জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন তাহার জন্ম একটি ক্লাব বা সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। উহার নাম 'গৌড়ীয় সমাজ'। এই সমাজের কার্য্যকলাপের সংবাদ ১২-১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রচার চেষ্টার একটি দিক, তেমনই হিন্দুদের জন্ম সংস্কৃত শিক্ষার ও মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা উহার আর একটি দিক। এই দুইটি দিকেই সরকারের স্বার্থ সমান ছিল। একদিকে তাঁহাদের ইংরেজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারীর ও কেরানীর আবশ্যক ছিল, আর একদিকে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্ম তাঁহাদের পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন ছিল। সেজন্ম সরকার হইতে যেমন ইংরেজী শিক্ষার আনুকূল্য করা হইত, তেমনই আবার সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম সংস্কৃত কলেজ ছাড়া প্রাচীন ধরণের বহু চতুষ্পাঠীও এদেশে ছিল। এই সকল চতুষ্পাঠীর বিবরণও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বিবরণগুলির ও সেকালের পণ্ডিতদের কথা (৩২-৪০ পৃ.) একসঙ্গে পড়িলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হইত তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

শিক্ষাবিষয়ক যে-সকল সংবাদ এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার বোঝা যায়। তাহা এই,—এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম গোড়ার দিকে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বা সরকার বিশেষ চেষ্টা বা অর্থব্যয় করেন নাই। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্ম লোক, বে-সরকারী সাহেব ও বিদেশী মিশনরী। হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ এদেশের লোকদের দ্বারাই হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্মও এই দেশের একজন ভূস্বামীই—রাজা বৈদ্যনাথ রায়—বিশ হাজার টাকা দান করেন (পৃ. ৯)। সরকার এই সকল ব্যাপারে উৎসাহদান ভিন্ন বিশেষ সাহায্য করেন নাই।

১৮৩০, এপ্রিল, পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে' সাহিত্য, ভাষা ও নূতন পুস্তক সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ-সকল তথ্য অতি প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাতে বিদেশী শব্দ থাকা উচিত কি না, সংস্কৃত শব্দই বা কতদূর চালান যাইতে পারে, সে-সম্বন্ধে সে-যুগেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশগুলিতে বাংলা গদ্যের ধারা, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই ত গেল ভাষার কথা। ইহা ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। ৪৪-৪৭ পৃষ্ঠায়

মুদ্রিত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও ৫১-৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নূতন পুস্তকের বিবরণ, এই দুইটি মিলাইয়া পড়িলে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য ও পুস্তক সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রথম যুগের মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত পাদরি লঙের তালিকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'সমাচার দর্পণে' এমন অনেক পুস্তকের উল্লেখ আছে যাহার নাম লঙের তালিকায় পাওয়া যাইবে না। 'সমাচার দর্পণে' মাঝে মাঝে পূর্ব্ব বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত হইত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের নিকট এ-সকল তালিকার মূল্য খুব বেশী। ১৮২৫, ১৮২৬ ও ১৮৩০ সনে যে-তিনটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ৬০-৬১, ৬৩-৬৫ ও ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তালিকায় এবং সংবাদে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি লিখিত অনেকগুলি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

৪৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে বাঙালী কর্ত্তৃক লিখিত প্রথম ইংরেজী কাব্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং সম্পাদক এই প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব্ব যুগের তুলনায় ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সনে এদেশে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অনেক বেশী বিস্তার হইয়াছিল।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সে-যুগের সাময়িক পত্র সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বাংলা, উর্দ্দূ, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার, প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র, এবং কয়েক জন হিন্দুযুবক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ডিরোজিও কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ 'পার্থিননে'র নাম আছে। এই সমাচারপত্রগুলির সঠিক প্রকাশকাল পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সমাজ'। কিন্তু উহাতে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য বহু বিষয়েরও সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমি এ-সব তথ্যকে মোটামুটি এই ছয়টি ভাগে বিন্যস্ত করিয়াছি—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক অবস্থা, আইন-কানুন, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু বলা প্রয়োজন। 'নৈতিক অবস্থা' এই শিরোনামা দিয়া আমি যে-সংবাদগুলি একত্র করিয়াছি উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী-জীবনের ধারা কি ভাবে চলিতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যেমন শিক্ষায় তেমনই সমাজেও সেই যুগ নূতনত্বের যুগ। ইংরেজী শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের প্রভাবে তখন বাঙালীর আচার-ব্যবহারেরও একটু পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও এই পরিবর্ত্তন ভাল লাগিত, কাহারও আবার তাহা ভাল লাগিত না।

যাঁহাদের ভাল লাগিত না তাঁহারা নববাবুদের চলাফেরা লইয়া পরিহাস করিতেন, আবার নব্যপন্থীরাও পুরাতন-পন্থীদের উপর ঝাল ঝাড়িতে ছাড়িতেন না। এইরূপ কয়েকটি সামাজিক ব্যঙ্গ বা রঙ্গ চিত্র এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নূতন বাবুদের কথা-বলার ভঙ্গী, বাঙালী ছেলেদের ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী প্রথায় নাম লেখা, এরূপ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচনা কয়েকটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইহা ছাড়া অন্যান্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ এই অংশে পাওয়া যাইবে।

ইহার পরে সে-যুগের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে বহু সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তখনও বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ সেকালের ধরণেরই ছিল,—যেমন নাচ, সং, যাত্রা, কবির লড়াই, কুস্তী ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু-না-কিছু তথ্য এই খণ্ডে পাওয়া যাইবে। ৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় যে সমারোহ হয়, উহা খুব বেশীদিনের ব্যাপার নয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে এইরূপ সমারোহ করেন। কাহাকেও খুব ধনী বলিয়া জানিলে নবাবেরা টাকা লইয়া যাইবেন এই ভয়ে মুসলমান আমলে এদেশের জমিদারেরা ধুমধাম করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে সাহস পাইতেন না। পরে ব্রিটিশ-আমলে লোকে আশ্বস্ত হইয়া ধনসম্পত্তি দেখাইতে আর ভীত হইল না। এই অংশ হইতে আর একটি খুব নূতন ধরণের সংবাদও আমরা জানিতে পারি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বালিকাদের মধ্যেও শরীর-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ইহা নূতন জিনিষ নয়। এক শত বৎসর আগেও এদেশে বালিকাদের ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ১০২ পৃষ্ঠায় বালিকাদের কুস্তী সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

'সমাচার দর্পণে' যে-কয়েকটি দান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তখনই যে আমাদের দেশে বন্যা বা অন্যান্য দুর্দ্দৈবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা করিয়া টাকা তোলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ১০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'অর্থনৈতিক অবস্থা,' এই শিরোনামা দিয়া যে-সকল সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এদেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, কোম্পানীর কাগজ, এদেশের বাণিজ্য, বাজার-দর, বীমা কোম্পানী স্থাপন, ইংরেজের অধীনে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, এরূপ বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই অংশের ১১০ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দুইটি বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের প্রথমটি একজন চরকা-কাটনির দরখাস্ত। বিলাতি সূতার আমদানি হওয়ায় এদেশের সাধারণ লোকের অবস্থার শোচনীয় অধোগতি হইয়াছিল, তাহা এই দরখাস্তে শান্তিপুরের 'কোন দুঃখিনী সুতা কাটনি' অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিবরণটি এদেশে ইংরেজদের বসবাস (colonization)

ও কৃষিকার্য্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর টাউন-হলের এক সভায় প্রস্তাব করেন যে ইংরেজদের এদেশে বসতি করিবার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তাহা এদেশের কৃষিকর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির পক্ষে মহাবাধা, এই বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক। পত্রলেখক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখিলেন যে, যন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানি হওয়াতে এদেশের বহু দীনদরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্নাভাব হইয়াছে, বিলাতী শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়াই এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে, 'তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।'

ইহার পর সে-যুগের নূতন আইন-কানুনের সংবাদ দিয়া, এদেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অংশ হইতে সে-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত বাঙালী সম্বন্ধেই কোন-না-কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। যে-সকল লোকের উল্লেখ এই অংশে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, লালাবাবু, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামদুলাল দেব, দুর্গাচরণ পিতুড়ি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ধর্ম্ম' বিষয়ক বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মের বাহিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় ; যেমন, পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্থান, ইত্যাদি। প্রথমেই মাহেশের রথের বিবরণ দ্বারা এই বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। মাহেশে রথযাত্রার সময়ে এখনও ধুমধাম হয়, কিন্তু সে ধুমধাম সেকালের তুলনায় কিছুই নয়। ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে মাহেশের স্নানযাত্রায় অনেক গ্লানিকর ঘটনাও ঘটিত। মাহেশে স্নানযাত্রাতে জুয়াখেলায় হারিয়া একজন লোকের স্ত্রী-বিক্রয়ের একটি সংবাদ ১৩৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের এই অংশে আমাদের পূজাপার্ব্বণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। এ-সকল সংবাদের মধ্যে ১৩৯ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মাণীর পূজা এবং ১৪০ পৃষ্ঠায় গুপ্তপূজা ও নরবলির বিবরণ উল্লেখযোগ্য। ৪০ পৃষ্ঠায় মহারাজা গোপীমোহন কর্ত্তৃক কালীঘাটে পূজাদান ও কালীঠাকুরাণীকে চারিটি সোনার হাত ও স্বর্ণমুণ্ড দানের সংবাদ আছে।

এই বিভাগে এদেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ আছে। বিবাহের মধ্যে কাসিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মধ্যে দেওয়ান রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ রায় কাসিমবাজারের জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পৌত্র এবং রামদুলাল সরকার বিখ্যাত ছাতুবাবুর পিতা। যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন সহমরণ প্রথা রহিত করার জন্য আন্দোলনের পর সবেমাত্র সেই প্রথা বন্ধ হইয়াছে ; কিন্তু এই আন্দোলনের জের মেটে নাই। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভা

করিয়া আপত্তি করেন ও উহা রহিত করার জন্য বিলাতে আপীল করা স্থির করেন। এই সভার উদ্যোক্তাগণের নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ ১৪৯ ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আছে। এই অংশেই সহমরণ-সংক্রান্ত অনেক সংবাদের মধ্যে একটি সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে (১৪৬ পৃঃ) যাহা হইতে বোঝা যায় যে এদেশের অনেক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন।

১৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের অনেক তীর্থ, ধর্ম্মস্থান এবং মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ১৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জগন্নাথ দেবের পরিচারকদের বর্ণনায় অনেক নূতন তথ্য আছে।

ইহার পর যে-সকল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলার বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান-বিষয়ক। এই সকল সংবাদে ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমান সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই বিভাগের শেষে মুদ্রিত বেরা-ভাসানোর সংবাদটি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ।

এই কয় বিভাগের শেষে 'বিবিধ' শিরোনামা দিয়া নানা বিষয়ের সঙ্কলন করা হইয়াছে। এ-সকল সংবাদের অনেকগুলিই কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়িঘর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে। কলিকাতার সংবাদের মধ্যে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, নিমতলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান, প্রভৃতি নির্ম্মাণের সংবাদ এবং কলিকাতায় প্রথম গ্যাসের বাতি ও প্রথম বাষ্পীয়-পোত আসার সংবাদ (১৭৯, ১৯৩ পৃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অংশে যে-সকল সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা দেশের বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা যাইবে।

'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সকলের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে সে-যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কাগজটির নাম 'বঙ্গদূত'। পরিশিষ্টে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদূত' হইতে।

পরিশেষে এই পুস্তক সঙ্কলন-ব্যাপারে আমি যে-সকল বন্ধুর নিকট বিশেষভাবে ঋণী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উপদেশ দান করিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল পুস্তকের সূচি, এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'পরিশিষ্ট' সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধে 'সমাচার দর্পণ' হইতে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করি; সেই সময় শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বসু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাহায্যে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রক্ষিত 'সমাচার দর্পণ'গুলি আমার কাজের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত অংশগুলি ছাড়া, আরও অন্ততঃ চতুর্গুণ নূতন অংশ বর্ত্তমান

পুস্তকে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন হইয়াছে ; এই কারণে শোভাবাজার রাজবাড়ি হইতে 'সমাচার দর্পণ'গুলি পুনরায় আনাইতে হইয়াছে। এবার শোভাবাজার রাজপরিবারের শ্রীযুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়ের নিকট হইতে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন আমার জন্য 'সমাচার দর্পণ'গুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত রামকমল সিংহ উদ্যোগী না হইলে পুস্তকখানি এত সত্বর প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। 'প্রবাসী' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই পুস্তকে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে।

শিক্ষা

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি

(১১ জুলাই ১৮১৮ । ২৮ আষাঢ় ১২২৫)

পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায়।—গত শনিবারে এই সম্প্রদায়েরা এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়েরা কি২ কার্য্য করিলেন…

(২১ অক্টোবর ১৮২০ । ৬ কার্ত্তিক ১২২৭)

স্কুলবুক সোসয়িটী।—১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতায় স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতিসুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

১৮১৭ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য,—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্ম্মপুস্তক ছাপানো ইহার বিধি-বহির্ভূত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালন-ভার স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ. বি. বেলী, ডাঃ কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন—তারিণীচরণ মিত্র।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম কয়েক বৎসরের কার্য্যবিবরণী কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি

(১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫)

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।—আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠাশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠাশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।

(২৯ মে ১৮১৯। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

স্কুল সোসৈয়িটী।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়িটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টআর্ট সাহেব-হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টআর্ট সাহেবের পাঠাশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাস২ পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।

(৫ জুন, ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

স্কুল সোসৈয়েটী।—কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল
যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ৬ পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং
উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের
পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে
ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।

(৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

স্কুল শোসইটী।—গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ
টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ
শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গে স্কুল
২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত
দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া
সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্করি
নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯)

বিদ্যার পরীক্ষা॥—১৭ ফালগুণ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতায় শ্রীযুত রাজা
গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটির বালকেরদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল
তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বদ্ধ
করিয়া অতিসুধারানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীতে
৭৬ জন দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪৬ জন চতুর্থ পংক্তিতে ৩৫ জন বালক
ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ
ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতিসুন্দররূপে দিয়াছে এবং যে ৩০
জন বালক স্কুলসোসৈয়িটির বেতনদ্বারা বিদ্যালয়ে অর্থাৎ হিন্দু কালেজে ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন
করে তাহারা অতিউত্তমরূপে পরীক্ষা দিল তাহার মধ্যে শ্রীহরমোহন বসু ও শ্রীক্ষেত্রমোহন
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরূপনারায়ণ দে প্রভৃতি ইংরেজী গ্লোবের অর্থাৎ ভূগোলের ও
দেশ বিভাগের এবং নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতাদ্বারা পরীক্ষা দিলেন এই সকল পরীক্ষা
শ্রীযুক্ত লার্কিন সাহেব স্বয়ং লইলেন এবং শ্রীযুক্ত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক
২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা সুন্দররূপে দিল। পরে স্ত্রী-
পাঠশালার কন্যারা ১৫ জন ভাল মত পরীক্ষা দিল সর্ব্বসুদ্ধা ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল
ইহাতে সভাস্থ সকল ভাগ্যবন্ত বিবি ও সাহেব ও বাঙ্গালী যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা

অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ঐ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালকেরদিগকে যথোপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া বিদায় করিলেন এ সকল কর্ম্ম আড়াই প্রহর বেলার সময় আরম্ভ হইয়া ছয় দণ্ড রাত্রিকালে সমাপ্ত হইল।

এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের যেপর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন এক প্রধান দপ্তরে তর্জ্জমাকারক আর এক জন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য২ বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে। অতএব বিদ্যা একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস কখনও হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাবিতরণের নিমিত্তে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারদের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে অধিক আনন্দ হইবেক অতএব প্রকাশ করা গেল।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্প দিন পরেই কমিটির সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য—দেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতায় যে-সব বিদ্যালয় আছে তাহাদের সাহায্য ও উন্নতিবিধান, এবং প্রয়োজন-মত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহের কৃতী ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়, কারণ এই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে একদল যোগ্য শিক্ষক ও অনুবাদক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হইবে। (*David Hare* by Peary Chand Mitra, 1877, p. 47.)

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আমি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট (১৮২৬-২৮ সনের কার্য্যবিবরণী) দেখিয়াছি। তাহাতে প্রকাশ, রাধাকান্ত দেব ইহার দেশীয় সেক্রেটারি, এবং ডেবিড হেয়ার সদস্য ও ইউরোপীয়ান্ সেক্রেটারি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে যাঁহারা চাঁদা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য:—দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬০০৲, ডেবিড হেয়ার ৫০০৲, হরিমোহন ঠাকুর ১০০৲, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৲ টাকা।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিদ্যালয় ছিল তন্মধ্যে আরপুলি পাঠশালা একটি। এই পাঠশালার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানভার সোসাইটি ডেবিড হেয়ারের হস্তে দিয়াছিলেন। এই আরপুলি পাঠশালাতেই পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর হাতে-খড়ি হয়। কিছুদিন পরে এই পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজী-বিভাগও খোলা হয়।

স্ত্রীশিক্ষা

(৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮)

স্ত্রীশিক্ষা॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনুসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাঁহারদিগের কোন অংশে মানক্রটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনুসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডব পত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাবগত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেকং গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কর্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যেং কবিতা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে

ভালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্ত রায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালী পাড়াগ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায়পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

(১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯)

স্ত্রীশিক্ষার শেষ।—স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতিসুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাটীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহবা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাই নামে এক জন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কালযাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্য

কালে পিতা মাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামির বশীভূতা থাকিয়া তাহার সেবা ও শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে। স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্যপুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।

বইখানির নাম—স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক; লেখক—কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮২৪ সনে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণের একখণ্ড পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন; দ্বিতীয় ভাগ—স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ।

(৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯)

বালিকাপাঠশালা।—কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য২ লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন যে তাহাতে অন্য২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকারা ঐ পাঠশালাতে আসিয়া মিস কুকহইতে আর২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়া শিক্ষা করাণেতে মিস কুকের অধিক পরিশ্রম ও কর্ম্মের অল্পতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না।

(৭ জানুয়ারি ১৮২৬। ২৫ পৌষ ১২৩২)

শ্রীযুত বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর বালিকারদের বিদ্যাভ্যাসার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন

এতদ্বিষয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাঁহার যেরূপ মহিমাপ্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কাহার আহ্লাদ না জন্মে। ইণ্ডিয়া গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রেতে লিখিয়াছেন যে বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয় এবং তাহাতে লোকোপকারও নাই কিন্তু এইরূপ দানেতে প্রকৃত ফল দেখা যায় যেহেতুক যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের অর্থ ব্যয় করেন তাহারদের নাম ও প্রশংসা কালেতে লুপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। ঐ গেজেটে আরও লিখিয়াছেন যে রাজা বৈদ্যনাথের এই দান আদর্শস্বরূপ হইবেক যেহেতুক এই দৃষ্টান্তে কলিকাতাস্থ অন্য২ ভাগ্যবান মহাশয়েরা ঐরূপ কর্ম্মের কারণ অবশ্য অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর সিং দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কটক রোডের নির্ম্মাতা, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর, কলিকাতা পোস্তা-নিবাসী ধনকুবের মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। সুখময় রায়ের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নৃসিংহচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বংশে দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্ম—তাঁহারই নামে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। চিৎপুর রোডে তাঁহার বাটী জোড়াবাঁকো রাজবাটী বলিয়া পরিচিত। সুখময়ের পাঁচ পুত্রই নানা সদনুষ্ঠান ও দানশীলতার জন্য কীর্ত্তিমান ও 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইলেও রাজা বৈদ্যনাথই সমধিক জনপ্রিয় ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। লোকে বলিত তাঁহার সময়ে কলিকাতায় দাতাদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে কাশীপুর গান্ ফাউণ্ড্রি ঘাট এবং তথা হইতে দমদমা পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা তাঁহার পিতামহীর প্রদত্ত ৪০,০০০ টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুকলেজ ফণ্ডে ৫০,০০০ টাকা এবং মিস উইলসন্ প্রতিষ্ঠিত বাঙালী স্ত্রীশিক্ষা ফণ্ডে ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর উপাধি, একটি স্বর্ণপদক ও একখানি তরবারি প্রদান করেন। তিনি বিলাতের লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটিতে ৬,০০০ টাকা দান করায় উক্ত সমিতির সভাপতি লর্ড লান্সডাউন্ একখানি মানপত্র লিখিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। তিনি কলিকাতায় চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিনাব্যয়ে তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার কাশীপুরের বাগান সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল এবং ঘোড়দৌড়, রাসলীলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত। ১৮৮০ সালে তিনি কুমার রাজকৃষ্ণ এবং কুমার কালীকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন।—*A Short Sketch of Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and his family.* by Beni-madhab Chatterji (1928).

(২০ মে ১৮২৬। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহর্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতিসমারোহ পূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

(২৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪)

বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের পাঠশালা।—বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদয়

বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বৰ্দ্ধমানস্থা বিবি পীরণ তাঁহার স্বামির পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে ঐ দেশস্থ ১২ টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বন্ধ আছে এবং এই বিবির গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষারো অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য২ স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালায় পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠশালায় পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৫৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়। এই নূতন পাঠশালা যাহার মূল পত্তন ১৮২৬ সালের মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রায় এক্ষণে প্রস্তুত হইল এবং সকল পাঠিকাকে একত্র করিবার আশয়ে বিবি উইল্‌সন তদবধি ঐ বালিকারদিগকে ঐ বাটীর নিকটবর্ত্তি স্থানে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেহেতুক ঐ রিপোর্টেতে প্রস্তাব করে যে বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বৰ্দ্ধমানে ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে। সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

(২৮ জুন ১৮২৮। ১৬ আষাঢ় ১২৩৫)

বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস।—গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত চিপজুষ্টিস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও আর২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা পাঠশালা যে প্রধান২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে পাঠশালাতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্যাম বাজারের পাঠশালাতে ৩০ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৫০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বৰ্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটা পাঠশালা বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায় ১০০ বালিকা পড়ে তদনন্তর ঐ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধানা শ্রীমতী বিবি আমহার্ষ্টকে এবং আর২ কএক জন অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোসৈটিরা

৮০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে বিক্রয় হইয়া কতক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে ঐ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরাও ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং কতকগুলিন হুনরি দ্রব্য ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্তু ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া বহু কালের পতিত ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

গৌড়ীয় সমাজ

(৮ মার্চ্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯)

সভা ॥—৬ ফালগুণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার হিন্দু কালেজে এক সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয় এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল তাহার মধ্যে যাঁহারা ঐ নির্ণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং সভাতে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা লিখা যাইতেছে।

ঐ সভায় আগত ব্যক্তিরদিগের নাম। শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রামদুলাল দে ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত রসময় দত্ত এবং আর২ অনেক বিজ্ঞ লোক। এঁহারদিগের আগমনানন্তর প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে অদ্য এই সভার চারম্যান অর্থাৎ সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন। পরে শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর তাঁহার পুষ্টি করিলেন পরে শ্রীযুত রামকমল সেন চারম্যান অর্থাৎ প্রধানরূপে মনোনীত হইয়া ঐ সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য এই সভাতে মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে তাহার কারণ এই যে সাধারণ আমারদিগের কোন সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কি২

ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা গিয়াছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যায়। পরে সকলেই অনুমতি করিলে শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলেন তৎশ্রবণ করিয়া ক্রমে সকলেই কহিলেন যে আমারদিগের দেশে এক সভা হইলে ভাল হয় এবং এ অতি উত্তম বিষয় বটে ইহাতে আমারদিগের সম্মতি আছে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন আমারদিগের দেশে যে পূর্ব্বাপর সভা নাই ইহার মূল কি তাহার উত্তর অনেকে অনেকপ্রকার করিলেন শ্রীযুত রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কালীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন শ্রীযুত রামদুলাল দে কহিলেন অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ কর পরে বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তর করা যাইবেক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন এ সভা স্থাপন হইলে কি সুখ হইবেক বিবেচনা কর অদ্য সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছ শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার কহিলেন সে যথার্থ এই সকল ব্যক্তির সহিত পরস্পর কাহারো এক বৎসর কাহারো ছয় মাস সাক্ষাৎ নাই শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক তাহার পোষকতা করিলেন এই প্রকার নানা কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন প্রশ্ন করিলেন যে এই সভাস্থেরদিগের মধ্যে কোনহ ব্যক্তিকে সেক্রটারি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে শ্রীযুত রামকমল সেনকে করা যাউক শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার পোষকতা করিলেন পরে সেনজী কহিলেন আমার বাঞ্ছা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইলে ভাল হয় পরে স্থির হইল উভয়ে সেক্রটারি হউন।

তৎপরে স্থির হইল যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ সুদ্ধ এক গ্রন্থ ছাপা করিয়া প্রকাশ করা যাউক ঐ গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পরে ভাবি রবিবারে বৈঠক করা ও কর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিয়মাদি স্থির করা যাইবেক।

(২৯ মার্চ ১৮২৩। ১৭ চৈত্র ১২২৯)

গৌড়ীয় সমাজ।—১১ চৈত্র রবিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যেহ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন···ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার

ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়…ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল…ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব…ও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি…।

ইহারদিগের আগমনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে সভার অনুষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন। তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অনুমতি করিলেন। পরে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য অতএব এতদ্দেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ বদ্ধকরণার্থে অর্থ দান করুন। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ইহারা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন যে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যাহারা ধনদান করিলেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে।

নাম	সকৃৎ দান	ও ত্রৈমাসিক দান
শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর	২০০	৩০
,, উমানন্দন ঠাকুর	২০০	৩০
,, চন্দ্রকুমার ঠাকুর	৫০০	৬০
,, দ্বারিকানাথ ঠাকুর	২০০	৩০
,, কাশীকান্ত ঘোষাল	২০০	১২
,, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	১০
,, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	১০
,, বিশ্বনাথ মতিলাল	১০০	৮
,, গঙ্গাধর আচার্য্য	৫০	৯
,, রামকমল সেন	১০০	২৫
,, রাধাকান্ত দেব	২০০	৩০
,, চন্দ্রশেখর মিত্র	৫০	১০
,, বৈদ্যনাথ দাস	১০০	০
,, বিশ্বম্ভর পানি	৫১	০
,, বিশ্বনাথ দত্ত	৫০	০
	২১৫১	২৬৪

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে ঐ সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন

তাঁহারদিগের নাম শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক।

(১৭ মে ১৮২৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

গৌড়ীয় সমাজ।—২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসের বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ সভার এক সভ্য শ্রীযুত বাবু কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রন্থহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকের কএক অংশ সভ্যগণের সন্নিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন যে এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ প্রদান করিলাম। সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থগ্রহণ করিলেন।

আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।

(২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্বিন ১২৩০)

গৌড়ীয় সমাজ।—শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে ৩০ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণেরা সভা করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়।

(২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০)

গৌড়ীয় সমাজ।—গত ২৩ আগ্রহায়ণ বৈকালে মোং খিদিরপুরে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাসের বাটীতে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল প্রায় তাবৎ সভ্যগণ তত্রাধিষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজের উন্নতিজনক বিষয় পরামর্শ করিলেন তাহার বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনাভাব যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ঐ দিবসে সমাজের এক সভ্য অর্থাৎ অংশী হইয়াছেন।

এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ

হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।

(৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১)

গৌড়ীয় সমাজ।—১৪ আষাঢ় [২৬ জুন] শনিবার রাত্রিকালে শহর কলিকাতায় গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল তন্মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে অল্প দিবসের মধ্যে বেদপাঠারম্ভ হইবেক।

চতুষ্পাঠী

(২০ মার্চ্চ ১৮১৯। ৮ চৈত্র ১২২৫)

শ্রীরামপুরের টোল। শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতিশাস্ত্রের এক২ জন পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।

কালিদাস পণ্ডিত সে-যুগের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু জ্যোতিষী ছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্র ১৮৩৯ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন।

(২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭)

নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাটী।—শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার চতুষ্পাটীতে শিষ্যেরা আপন২

পাঠক্ষতিপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি তাঁহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন করিতে বাসনা হয় তাঁহাকে ঐ চতুষ্পাটীতে বসাও কিম্বা তাহার নিজ চতুষ্পাটীতে তোমরা গিয়া নির্ভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া ঐ চতুষ্পাটীতে বসাইয়া পাঠ স্বীকার কর তাহাতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমত বাসনা আমিও সেই মত করিব। ইহাতে শিষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় এক দণ্ডী গোস্বামিকে আনাইয়া বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাটীতে তাহাকে বসাইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন প্রকারে তাহার বাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেক২ অধ্যাপক আছেন তাহারা থাকিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপনা করিলে তাঁহারদের মান হানি হয় এবং বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পুত্রেরা অকৃতবিদ্য ও অপ্রাপ্ত ব্যবহার আছেন তাঁহারা যাবৎ পর্য্যন্ত উপযুক্ত না হন তাবৎ এই রূপ চলিবেক।

(১৬ মার্চ্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮)

চতুষ্পাটী ॥—মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীযুত হরচন্দ্র তর্কভূষণ চতুষ্পাটী করিয়া গত ২৮ ফাল্গুন রবিবারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন তাহার সম্পন্নকর্ত্তা শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব তাবদ্বিষয়ের আনুকূল্য করিতেছেন ঐ দিবস তাবৎ স্থলস্থ অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া ঐ চতুষ্পাটীতে সকলে আগমনপূর্ব্বক উত্তমরূপ আহারাদি করিলে পরে নানাশাস্ত্রের বিচার হইল তাহাতে ঐ তর্কভূষণ উপযুক্তমত সদুত্তর করিলেন ইহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিলেন পরে অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

…হরিনাভিনিবাসি শ্রীযুত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য খ্যাত অধ্যাপক এই মহানগর কলিকাতার আড়পুলিতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহু দিবসাবধি অধ্যাপনা করিতেছেন…।

১৮১৮ সনের পূর্ব্বে কলিকাতা নদীয়া ও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাদের এবং অধ্যাপকদের নামধাম শ্রীরামপুরের পাদরি William Ward প্রণীত *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (2nd ed., 1818) পুস্তকের পৃ. ৩৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে হটী বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য বিদুষী মহিলাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০)

সভা।—১৪ পৌষ রবিবার বৈকালে শ্যামবাজারে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজির বাটীতে বেদাধ্যাপনা নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ অনেক পণ্ডিত ও ধনি গুণি বিশিষ্ট লোক গিয়াছিলেন এ দেশে বেদের চতুষ্পাঠী করা সকলের মত হইল এবং অনেকে তাহার ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিয়াছেন···।

সংস্কৃত কলেজ

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

সংস্কৃত পাঠশালা।—শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর নিকট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে যে গৃহ যত দিবস প্রস্তুত না হয় তাবৎ কাল মোং বহুবাজারের চৌরাস্তার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটীতে পাঠ হইবেক শুনা যাইতেছে ঐ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন ঐ সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ পাঁচ টাকা মাসিক পাইবেন তাঁহারা স্ব২ মনোনীত স্থানে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ঐ পাঠশালার কর্ম্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া বিজ্ঞতম শ্রীযুত ডাং উইল্‌সন্ সাহেব ও শ্রীযুত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবেরা তাঁহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুনা গেল গ্রন্থ পাঠ ও পাঠের সময় এতদ্দেশের রীত্যনুসারে হইবেক ইতি।

(১০ জানুয়ারি ১৮২৪। ২৭ পৌষ ১২৩০)

সংস্কৃত পাঠশালা।—১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুআরি ১৮২৪ সাল মোং বহুবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারম্ভ হইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে২ শাস্ত্র পাঠ হইবেক তাহা লিখা যাইতেছে।

ন্যায়	শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি।
স্মৃতি	শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।
অলঙ্কার	শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

কাব্য শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

ব্যাকরণ ১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ।

২শ্রীযুত রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন।

৩শ্রীযুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

এই কএক শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন না কিন্তু নিরূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিক পাইতে পারিবেন।

পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহ২ দুই প্রহরে আসিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পড়াইবেন আর২ নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

সংস্কৃতকালেজ।—এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সংপ্রতি যে যে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতনভুক ছাত্র।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্র			১৬
কৌমুদী	ঐ	ঐ	৬
কাব্য		ঐ	১১
অলঙ্কার		ঐ	৫
স্মৃতি		ঐ	৬
ন্যায়		ঐ	৬
			৫০

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভুক হইয়াছেন তদন্য ৩০ জন আসিয়া ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিত বেতনভুক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে

তত্তৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নানা শাস্ত্রের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একটা ছাপাখানা হইবেক।

পঠনের নিয়মকাল। দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মহন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ও ছাত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাবৎ বন্দোবস্ত হইবেক।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।—২৫ ফেব্রুআরি বুধবার বৈকালে সংস্কৃত কালেজ-নামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্ত প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। শুনিলাম যে ইহাতে ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে সমারোহপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন।

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১)

সংস্কৃত কালেজ।— … সংপ্রতি শ্রীযুত হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন মুগ্ধবোধের তৃতীয় অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২২ অক্টোবর ১৮২৫। ৭ কার্ত্তিক ১২৩২)

সহগমন।—কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত।—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যা-নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে কর্ম্ম ৺ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।

আর কুমারহট্টনিবাসি শ্রীযুত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ঐ কালেজের বৈয়াকরণ অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ঐ কর্ম্ম ৺ কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের ছিল।

শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—সং চং।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২)

সংস্কৃত কালেজ॥—১ ফেব্রুআরি বুধবার দিবা দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকাতার বহুবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।…শুনা যাইতেছে যে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়া অল্প দিবস পরে পটল ডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর তীরে নূতন ঘরে যাইবেন।

(১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২)

বিদ্যালয়।—শ্রীযুত কোম্পানীর পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ঘরে আগামি বৈশাখ মাসের মধ্যে সংস্কৃত পাটশালা ও হিন্দুকালেজ উঠিয়া যাইবেক তদ্বিষয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্যে বন্দোবস্ত হইবেক তাহা অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

(১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

…এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা…ঐ [পটলডাঙ্গার] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃত পাঠশালার কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্তপণ্ডিত ১৮ বৈশাখ শনিবার লোকান্তরগত হইবাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যুগাধ্যান মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি যে বৈদ্য শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে।… সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

(২৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪)

পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিয়োগ।—শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের

পাণ্ডিত্য কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আষাঢ় কালেজের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছেন।

গুজরাটদেশীয় শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারাধ্যাপক অর্থাৎ বিশ্বালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

(২৭ মার্চ্চ ১৮৩০। ১৫ চৈত্র ১২৩৬)

অদ্যকার চন্দ্রিকায় সংস্কৃত কালেজ বিষয়ে এক পত্র প্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্য যাহা তাহা লিখি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাঁহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্ম্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দু-কালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ পাজাঞ্চির ভ্রাতৃষ্পুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী-ইত্যাদি প্রায় বিষয়িলোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোন মুৎসদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসদ্দি তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরী করিতে চাহ ইত্যাদি কথায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিবেন অতএব সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক যদ্যপি সাহেবলোকের এতদ্দেশীয় লোককে উভয় ভাষায় পারগ করাইতে বাঞ্ছা হয় তবে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত কালেজে যে সকল বৈদ ছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক। [সমাচার চন্দ্রিকা]

বিদ্যালয়

(২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬)

শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা।—মোং কাশীতে শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে ইহাতে অনেক নির্দ্ধন বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হইতেছে।

(১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬)

বিদ্যাদান।—বর্দ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোন২ গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্বার যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাধনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬)

বর্দ্ধমানের কালেজ।—১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিরু বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্বা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন।

(১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

নূতন কালেজ।—কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ ষাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮২০। ১০ পৌষ ১২২৭)

নূতন কালেজ।—শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব মোং কলিকাতার পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত জে ষ্টুয়াট সাহেব ও শ্রীযুত জে আদমস সাহেব ও শ্রীযুত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযুত অক্তনী সাহেব ও তাহার পত্নী ও আর২ ভাগ্যবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদেশক সাহেব এই সকল লোক একত্র হইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব যেং লোক এই কালেজের

অন্তঃপাতী হইবেন তাহারদের কারণ শ্রীশ্রী ৺ স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে এক পিত্তলের পত্রে সন ও তারিখ ও রাজ্যের নাম ও আর২ বিষয় সকল খুদিয়া এক প্রস্তরের নীচে প্রথম ইষ্টক পুঁতিলেন।

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

বিসোপ সাহেবের কালেজ॥—শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের কালেজের কতক ইমারৎ বাকী আছে তাহাতে গত রবিবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব কলিকাতার প্রধান গির্জাঘরে গির্জা করিয়া শ্রোতারদের সাক্ষাৎ ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চারি সহস্র মুদ্রা সহি হইল।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮২১। ১৬ পৌষ ১২২৮)

ইস্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা।—মোকাম কলিকাতাতে যেখানে২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসরহইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায়। তাহাতে ২১ দিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত ড্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎপরামর্শ তাহারা দিলেন।

(১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯)

শ্রীরামপুরের কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।—এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কালেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কালেজের

শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কালেজে ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কালেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তার কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।

(১৬ নভেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

মরণ।—মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নভেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল। এবং ইনি স্বপিতৃ শ্রীযুত উল্যম কেরি সাহেবের কর্ম্মের অনেক সাহায্য করিতেন ও নানা প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিতেন সংপ্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানেতে এইং সকল কর্ম্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি যাহা শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও ফিলিক্স কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বর্ম্মা অক্ষরে পালি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গালা। কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর কারণ দিগ্দর্শন। শ্রীরামপুরের কালেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বাঙ্গালা করিতেছিলেন। যাত্রাগ্রসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটীন নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের প্রুফ পড়িতেন ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

(৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫)

ভবানীপুরের স্কুল।—গত সপ্তাহে ভবানীপুরের স্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল সেই ভবানীপুরের স্কুল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বসুকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা প্রাচীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিল তাহার পর তাহারা নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং যে২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা হইল সেই২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল।

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র ঐ জগমোহন বসু ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন ইহাতে তাহার উপযুক্ত প্রশংসা গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রে প্রকাশ

পাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে যে অল্প প্রশংসা করি তাহাতে ঐ জগমোহন বসু বিরক্ত হইবেন না ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের যে মূল্য থাকে তদ্বিষয়ে আমরা স্তুতি কি অবজ্ঞা করিব না কিন্তু আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল জাতির মধ্যে ইহার অতিসুখ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্যা প্রদানের বিষয়ে অল্প লোকের মন ছিল সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া কি শ্রাদ্ধকরণেতে যেরূপ সুখ্যাতি পাওয়া যায় তাদৃশ সুখ্যাতি অদ্যপর্য্যন্ত এ দেশের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না এতন্নিমিত্তে যাঁহারা সুখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন তাঁহারদিগের স্তব জ্ঞাপন করা সম্বাদপত্রের দ্বারা অনুচিত।

গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমন করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবে কিন্তু আমরা ইহা কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতদ্দেশীয় কর্ত্তা সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা দিন২ এদেশে অধিকরূপে প্রচার হয়।

কলিকাতা মাদ্রাসা

(২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১)

বিদ্যাবৃদ্ধি।—ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি প্রধান২ নগরেতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না এবং পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান্ লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানবান্ হইত না এবং অন্য২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত না সুতরাং অসভ্যের ন্যায় থাকিত। কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে২ লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানার্থে নানা-স্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা

হইয়া সর্ব্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনে২ জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে এবং মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবেরা পার্কস্ট্রিটে ৩৮ নম্বরের গ্রাণ্ডলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া বাদ্যোদ্যম করত ধারানুসারে সেথান হইতে গমন করিয়া ঐ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন করিলেন পরে ঐ সংপ্রদায়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়া যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদুপরি অর্পণ করিলেন। ঐ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সেস্থানে একত্র হইয়াছিল।

কলিকাতা মাদ্রাসার উৎপত্তির কথা :—১৭৮০, সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান
গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে একজন
বিশিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান-
ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান আইন শিখিয়া সরকারী কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে।
হেষ্টিংস সম্মত হইলেন, এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর একটি
স্কুল চালাইবার ভার দিলেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুল-গৃহ-নির্ম্মাণের
জন্য অল্পদিন পরেই হেষ্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া, 'বৈঠকখানার নিকট, পদ্মপুকুরে' একখণ্ড জমি কিনিলেন।
১৭৮০ অক্টোবর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে চলিয়াছিল। এই
এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন, অতঃপর সরকারের উচিত মাদ্রাসা-পরিচালনের
সমস্ত খরচ-খরচা বহন করা, এবং পদ্মপুকুরে কেনা জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা।
হেষ্টিংসের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বোর্ড বিলাতে কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু ১৭৮২, এপ্রিল মাসের
পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোনো ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের একখানি
সরকারী কাগজে প্রকাশ, ১৭৮১ সনের ৩০এ এপ্রিল হইতে পর বৎসরের মে মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ
বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস তাঁহার খরচ-খরচা বাবদ ১৫২৭১৲ টাকা, ও বৈঠকখানার নিকট
পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার দাম ৫৬৪১৲ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য
বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সালের জুন
মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে-বাড়িতে চার্চ অফ স্কটলাণ্ডের
জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং
ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় সরকার ১৮২৩ সনের জুন মাসে অপেক্ষাকৃত
উপযোগী স্থানে—মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ার) এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন
করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১,৪০,৫০৭৲ টাকা ব্যয় হইল। 'সমাচার দর্পণ'
হইতে যে-অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে
বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭, আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজ বসিতে
থাকে।

১৮৩০, ২২এ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একটি "ইশতেহার" বাহির হইয়াছিল ; তাহা পাঠে জানা যায় সর্ব্বপ্রথম কোন্‌খানে মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। ইশতেহারটি এইরূপ :—

"ভাড়া দেওয়া যাইবেক কিম্বা বিক্রয় হইবেক।

বহুবাজারে ১১১ নম্বরের জমি ও বাটী যে স্থানে পূর্ব্বে মহম্মদন মদরসা ছিল তাহা বাজারের উপযুক্ত উত্তম স্থান কিম্বা নানাকর্ম্মের নিমিত্তে অনায়াসে রূপান্তর করা যাইতে পারে তাহা আগামি ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার মেং টালা কোম্পানির নীলামে বিক্রয় হইবেক যদি ইহার পূর্ব্বে ভাড়া কিম্বা খোসসওদাখরিদারা বিলি না লাগে।"

কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস :—*Bengal : Past & Present*, Jany.–June 1914 (সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত এস. সি. সান্ন্যালের প্রবন্ধ)। Chas. Lushington : *The History, Design & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity.*

হিন্দু কলেজ

(১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

হিন্দুকালেজ।—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।...

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় পূর্ব্বে যে পড়ুয়াবারা পড়ান ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে একালেজ ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন অর্থাৎ প্রায় সকলের ইচ্ছা হইবেক যে ঐ পাঠশালায় আপন২ বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান আর যেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক। সং চং।

টমাস এডওয়ার্ডস তাঁহার *Henry Derozio* (1884) পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায়, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দু কলেজ-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় (*A Biographical Sketch of David Hare* by Peary Chand Mitra, Appendix B, p. xxvii) ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে নিয়োগের তারিখ যথাক্রমে মার্চ ১৮২৮ এবং ১৮২৭ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি তারিখের কোনটিই যে ঠিক নহে তাহা উপরিউক্ত অংশপাঠে জানা যাইতেছে।

(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ । ২২ মাঘ ১২৩৩)

হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২৭ জানুআরি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দু কালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল এবং যাহাকে২ পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ।

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩৭০ জন ও তাহারদিগের ইংরাজী শিক্ষক সাহেবেরা ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া শ্রেণীক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিয়া শ্রেণীক্রমে দশ ঘণ্টার পরে স্বং স্থানে উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবুরা ও সাহেবেরা উপনীত হইলেন। সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিংটন সাহেব আইলে রীতিক্রমে২ সকলে বসিলেন ইহাতে শ্রীযুত বেলী সাহেব ও বসিংটন সাহেব ও শ্রীশ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত কেরি সাহেব প্রভৃতি এবং শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর-প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক ছিলেন পরে ১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা যাহারা অন্য২ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল ও উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা খাতা২ আসিয়া শব্দশাস্ত্র অঙ্কশস্ত্র খগোল ভূগোল ও অন্য২ দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়াছিল পরে তাহারদিগকে কালেজের মোহর অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের নানাবিধ পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া গেল ইহার শেষ বৃত্তান্ত আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবে।—সং চং।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯ । ১১ ফাল্গুন ১২৩৫).

কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজ।—গত বুধবারে কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্তে একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য২ ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন বেলা ১১ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সেই সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল প্রথম ক্লাশের ছাত্রেরদের পারিতোষিক শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তে প্রদান করিলেন শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল।

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীগৌরচাঁদ দে। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু। শ্রীরামতনু লাহড়ি। শ্রীদিগম্বর মিত্র। শ্রীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামগোপাল ঘোষ। শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ। শ্রীশিবচন্দ্র দে। শ্রীরাধানাথ শিকদার। শ্রীরসিকচন্দ্র মুখুয্যা। শ্রীহরিহর মুখুয্যা। শ্রীতারকনাথ ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীপ্যারিমোহন সেন। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

শ্রীহরচরণ ঘোষ। শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীগোপাল মুখুয্যা। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

সেই পরীক্ষার নির্ব্বাহ উত্তমরূপে হইল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার সন্তোষ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদিগকে অবগত করাইয়াছেন।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

হিন্দু কালেজ।—গত বুধবার বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে শ্রীশ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিঙ্ক ও শ্রীমতী আনরবল লেডি গ্রে ও শ্রীমতী আনরবল বিবি বেলি ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি সেক্সপিয়র সাহেব ও অন্য২ বিবিসাহেব ও সাহেবলোকেরদের সমক্ষে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব-কর্ত্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর শ্রীযুত অনরবল বেলি সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিঙ্কের সমক্ষে মেজের উপরে ছাত্রেরদেরকর্ত্তৃক লিখিত ছবি ও লিখিতাক্ষরের আদর্শ রাখা গেল তদ্দৃষ্টে কালেজের ঐ যুবাচ্ছাত্রেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হইল।

অপর সিক্সিপিয়রনামক ইংগ্লণ্ডীয় এক জন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ কতিপয় যুবাচ্ছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল। কিন্তু বোধ হইল যে হরিহর মুখোপাধ্যায়নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষরূপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

Journal of the Bihar & Orissa Research Socy. (vol. xvi pt. II.) পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধে আমি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্য ইতিহাস দিয়াছি।

লা মার্ত্তিনিয়ের কলেজ

(৪ এপ্রিল ১৮২৯। ২৩ চৈত্র ১২৩৫)

জেনরল মার্টিন।—৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিননামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলীন্য ছিল না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশির বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর

ন্যায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানা প্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন২ উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যে স্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীতানুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐর্লণ্ডদেশস্থ এক ব্যক্তি কহিয়াছে যে যত লোক আস্তবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংগ্লণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।

(১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫)

চতুষ্পাঠীস্থাপন নিমিত্তে ধন দান।—প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল জেনরল মার্টিন-নামক ধনবান অথচ দয়াশীল এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থে কতক ধন দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম এপর্য্যন্ত সংপূর্ণ হয় নাই তদনন্তর শুনা গেল যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন আপিসর কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন জন্যে অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপে ৯১২৩৯০ পণ অর্থাৎ ৭৭৭৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়। আরো শুনা গিয়াছে যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। অতএব অন্য২ বিষয়াপেক্ষা এমত সব বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাতে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণে থাকে।

(১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫)

কলিকাতায় নূতন পাঠশালাস্থাপন।…এই সপ্তাহে আমরা শুনিতেছি যে তাহার [জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের] নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সংপ্রতি স্থাপিত হইবে।

গত ১২ মার্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা তাহা আপনারদের ডিক্রীক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ মনি সাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর হাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহগ্রন্থনের বরাওদ্দ করিবেন সেই গৃহপ্রভৃতি ১৮৩০ সালের দিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কালের পর জেনরল মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

ক্লড মার্টিনের নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহারই দানে কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের লা মার্টিনিয়ের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে তাঁহার জন্ম। স্বদেশের জন্যও তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোম্পানীর একজন নামজাদা ফরাসী কর্ম্মচারী ছিলেন।

পণ্ডিতদের কথা

(২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫)

মরণ।—নবদ্বীপের রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রেতে অতি খ্যাত অনেক কালপর্য্যন্ত অধ্যাপক………সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়া………হইয়াছেন।

(২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

শ্রীযুত রঘুমনি বিদ্যাভূষণ।—অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত রঘুমনি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এতাবৎ কাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুরূপ পুত্রে স্বকীয় ধন সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

(৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫)

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।—রঘুমনি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য কাশী প্রস্থান করিয়া পথে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বে যখন কাশী গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকটে করিলেন তিনি তাহারি সদুত্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা আছে।

তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি

কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্তে পাঠাইলেন।

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাধার করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এ বার॥
স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।
মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত এত দিনে।
অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়া
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্তের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল।
মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশী বাস॥

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড়ু ও শালপ্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।

বাণেশ্বর মহারাজা নবকৃষ্ণের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সনের ২৩এ মে তারিখে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপকদিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,... ।"

১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬)

মরণ।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখানে 'কোম্পানির কালেজ' অর্থে 'কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম' বুঝিতে হইবে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনাবলীর নমুনা ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে'র *Hist. of Bengali Literature in the 19th Century, 1800-1825* গ্রন্থের ২০০-২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২৭ মে ১৮২০ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

মরণ।—নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কতক দিন হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অনেক শাস্ত্রে বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন পরন্তু তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বঙ্গদেশব্যাপিনী ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সমকালে পৃথক্ চতুষ্পাটীতে নিকট দূরদেশাগত শিষ্যেরদিগকে তর্ক শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়া এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহারদের পিতাপুত্রের তুল্য বিদ্যানুভব করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন এবং কতক বৎসর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য পরলোকগমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরদের পাঠক্ষতি ও খেদ ছিল না যেহেতুক তাহারা ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তুল্য সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেন এবং উদাসীন লোকেরদেরও কিছু খেদ জন্মিয়াছিল না ইঁহার বিদ্যাবাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের স্মরণমাত্র করিতেন।

সম্প্রতি ইহার পরলোকপ্রাপ্ত হওয়া * * * * * এবং উদাসীন লোকেরদের মনে সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্তদ্বারা হয় এমত প্রত্যাশাও নাই।

(২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

সহমরণ।—মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য ছিলেন সম্প্রতি ২৪ মে ১২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার মোকাম কোননগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯)

সহগমন॥—বঙ্গ দেশীয় অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য প্রথমতো নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পাঠ সময়ে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন পরে ঐ নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনারম্ভ করিলে প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগের ক্রমে লোকান্তর হওয়াতে তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক২ ছাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল এবং দেশ বিদেশে অবাধিত নিমন্ত্রণ প্রচরক্রপে চলিল পরে স্বদেশত্যাগ করিয়া ভাটপাড়া গ্রামে সর্ব্বারম্ভে বসতি করিলেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব দেশে এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন সেখানহইতে নবদ্বীপ মোকামে যে দিবস পঁহুছিলেন সেই দিবস জ্বর বোধ হইলে চিকিৎসকেরা কহিল যে জ্বর হইয়াছে সে ভাল নহে সাবধান থাকিবেন ইহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া নৌকারোহণে বাটী গমনে উদ্যত হইয়া নওয়াসরাই-পর্য্যন্ত আসিয়া ১১ বৈশাখ সোমবারে ঐ মোকামে গঙ্গা তীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ঐ সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সহগমন করিয়াছেন।

(২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯)

মৃত্যু॥—সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কালেজ কৌন্সিলের বাঙ্গলাখোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতি বারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

সহমরণ ॥—জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী শাঁতৈর পরগণার উজীরপুরের পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকত্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন গত ভাদ্র মাসে অনুমান চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃসময়ে তাঁহার পরলোক গমন হইল তাহাতে তাঁহার জায়া সহগামিনী হইয়াছেন।

এবং কতক দিবস হইল ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শত্রুজিৎপুর গ্রামে অনেক শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ রামদুলাল ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের অনুমান পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে তৎপত্নী তৎসহমৃতা হইয়াছেন।

(১৪ জুন ১৮২৩ । ১ আষাঢ় ১২৩০)

মৃত্যু ॥—২৬ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কোম্পানির কালেজের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা রোগ হওয়াতে তৎপরদিন দিবা দশ দণ্ডের সময়ে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে অনেকে খিদ্যমান হইয়াছেন যেহেতুক তিনি নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও সালঙ্কার বাক্য ব্যতিরেকে প্রায় বাক্‌প্রয়োগ করিতেন না।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩ । ২৯ ভাদ্র ১২৩০)

পদপ্রাপ্তি ॥—১৮ ভাদ্র ২ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার সুপ্রীমকোর্ট অদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মোং কাঁচকুলির শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

মরণ ॥—শুনা গেল যে কথক কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ১৪ আগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর শুক্রবার প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃকালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস স্থান মোং বেড়ালা বঁইচি ছিল তিনি কথকতা ব্যবসায়দ্বারা সর্ব্বত্র এমন বিখ্যাত ছিলেন যে অন্য২ কথক কথকতাতে কথক লোকের মনোরঞ্জক কিন্তু এঁহার কথকতা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল। ইনি সদ্বক্তৃতাতে নবরস বশতাপন্ন করিয়াছিলেন বিশেষতো হাস্য রস নিরালস্যরূপে তাঁহার দাস্য কর্ম্ম সদা করিত। তাঁহার মরণে সকলেরি আন্তরিক বেদনা জন্মিয়াছে বিশেষ যাহারা তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এ কথা শুনিয়া অধিক খেদান্বিত হইবেন।

(২০ আগষ্ট ১৮২৫ । ৬ ভাদ্র ১২৩২)

সহমরণ ॥—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল ৯ আগস্ত মঙ্গলবার অনুমান রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় জিলা নবদ্বীপের ধর্ম্মদহ গ্রামনিবাসি রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পঞ্চাশ-বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাহার অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শহর কলিকাতার হাতিবাগানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন এবং অনেক ভাগ্যবান লোককর্তৃক মান্য ছিলেন। শুনা যাইতেছে যে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উনিশ বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আছেন কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অদ্যাপি তর্কালঙ্কারের পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ২৭ ভাদ্র ১২৩২)

পণ্ডিতের মৃত্যু ॥—গুপ্তপাড়ানিবাসি রামজয় তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য বহুকাল ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়া ওলাউঠা রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।

(২০ মে ১৮২৬ । ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

গৃহদাহ ॥—…সমাচার পাওয়া গেল যে ৩১ বৈশাখ শুক্রবার নবদ্বীপের কাশীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যের টোলে অগ্নি লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের বাটী ও চতুষ্পাটী এবং অন্যং লোকেরদের বাটীও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।…

(১২ মে ১৮২৭ । ৩০ বৈশাখ ১২৩৪)

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং

(৯ জুন ১৮২৭ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চতুর্বিংশতি পরগণাধিপতি বিচার গৃহে পাণ্ডিত্য কর্ম্মাভিষিক্ত হওনজন্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের প্রতিদিন উপনীত বার্ত্তা পুস্তকে অঙ্কিত-করণকালীন কতক দিন ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকের স্থান শূন্য রাখিবার ঘটনা হইয়াছিল সংপ্রতি কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবেরা তৎপদে কোনো পণ্ডিতকে নিয়োগজন্য চেষ্টা করাতে স্বদেশীয় বিদেশীয়

কএক জন পণ্ডিত তৎপ্রাপণেচ্ছায় পত্র প্রদান করাতে ২১ বৈশাখে বিদ্যামন্দিরে নিয়মমতে পরীক্ষা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ব্যক্তির পরীক্ষা হয় তন্মধ্যে এতন্নগরের এক জন অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুত্তম পরীক্ষা হওনজন্য তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্বিষয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিবেচনামতে এবং তাঁহারদের পক্ষপাত ত্যাগ গুণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক পরমাহ্লাদের বিষয় যে কেবল গুণের বিবেচনা হইল এবং তদ্দৃষ্টে অন্য২ গুণিগণের আশাবৃদ্ধি হইল।— সং চং।

(১৪ জুলাই ১৮২৭। ৩১ আষাঢ় ১২৩৪)

পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংসা।—জেলা মেদিনীপুরের আদালতের পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে সে কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ জেলার জজ সাহেব শ্রীযুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামমোহন ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জনের নামে শ্রীযুত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন গবর্ণর কৌন্সলের সাহেবেরা ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা করিতে কলেজ কমিটিতে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব শ্রীযুত উইল্‌সন সাহেব শ্রীযুত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত উইসলী সাহেব শ্রীযুত কেরী সাহেব শ্রীযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট ঐ জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার টাট সাহেব ঐ মেকনাটনপ্রভৃতি পাঁচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালায় দশ ঘণ্টার সময় ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের দুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের এক ঋণাদানের এক অশৌচের এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন ঐ পাঁচ পণ্ডিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ পুস্তকাবলোকন ব্যতিরেকে যথাজ্ঞান ঐ আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন মেকনাটন উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ পাঁচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে তাঁহাকে স্থাপিত করিতে গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে যাবদ্বিশিষ্ট লোকেরা কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ সাহেবেরা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি।

(১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব।—নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাষি সদাশাস্ত্রান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচার্য্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শরীরে সবল বিকার সহ জ্বরাগমন করাতে বিবেচনা